প্রস্তুতেঃ
মো. নাঈম হোসেন
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইউক্রেন যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও পরমাণু যুদ্ধের আশংকা/ না

বাইডেনের বিপদজনক পদক্ষেপঃ

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাশিয়ার গভীরে আঘাত হানার জন্য ইউক্রেনকে মার্কিন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।অন্যদিকে ইউক্রেন যদি যুক্তরাষ্ট্রের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে রাশিয়ার ভূখণ্ডে আঘাত হানে, তবে তার জবাবে তারা "যথাযথ ও কার্যকর" পদক্ষেপ নেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাশিয়া। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ইতোমধ্যেই রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী।

যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলার অনুমতি দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই এ পদক্ষেপ নেয় ইউক্রেনীয় বাহিনী।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ অঙ্গরাজ্যের সিনেটর মাইক লি বলেছেন,

'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর জন্য একটা মঞ্চ তৈরি করে দিলেন জো বাইডেন। এটা যেন সত্যি না হয়; আসুন সে প্রার্থনাই করি।'

ট্রাম্পের কারণে দৃশ্যপটে পরিবর্তনঃ

০১. নির্বাচনী প্রচারণার বক্তব্যঃ

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে হোয়াইট হাউজের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি ইউক্রেনের জন্য মার্কিন সমর্থন সীমিত করার এবং ক্ষমতায় এলে '২৪ ঘণ্টার মধ্যে' ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

০২. পুতিন ও জেলেনস্কিকে ট্রাম্পের ফোন কলঃ

নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ফোনে কথা বলেছেন এবং তাকে ইউক্রেন যুদ্ধ আর না বাড়াতে পরামর্শ দিয়েছেনইউরোপের মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের 'বিশাল সামরিক উপস্থিতির' বিষয়টি পুতিনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। এর আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও টেলিফোনে কথা বলেছেন ট্রাম্প।

০৩. শান্তি অর্জনের দিকে মনোনিবেশঃ

নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিনিয়র উপদেষ্টা ব্রায়ান লানজা বলেছেন,

'যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রশাসন রাশিয়ার দখলকৃত অঞ্চল ফিরে পেতে ইউক্রেনকে সক্ষম করার পরিবর্তে সেখানে শান্তি অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করবে এবং ট্রাম্প প্রশাসন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির কাছে তার 'শান্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি'র সংস্করণের জন্য অনুরোধ জানাবেন।

০৪. ট্রাম্পের 'শান্তিপরিকল্পনা':

ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ইউক্রেনের জন্য 'শান্তি পরিকল্পনা' ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে লঙ্ঘন করতে পারে এবং দেশটিকে নিরস্ত্র ও স্থায়ীভাবে ন্যাটো থেকে বাদ দিতে পারে।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলমান যুদ্ধ বন্ধে নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে,

ক. রাশিয়া ওই ইউক্রেনের সেনাদের মধ্যে একটি ৮০০ মাইল দীর্ঘ বাফার জোন প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই বাফার জোন প্রতিষ্ঠা করবে ইউরোপীয় ও ব্রিটেনের সেনারা।

খ. রাশিয়া ইউক্রেনের যে পরিমাণ ভূমি দখল করেছে এবং রুশ বাহিনী ইউক্রেনের রণক্ষেত্রে যে পরিমাণ অগ্রসর হয়েছে সেখানটাকেই সীমান্ত ধরে বাফার জোন প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং

গ. ইউক্রেনকে ২০ বছরের জন্য ন্যাটোতে যোগদানের পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হবে। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করবে, যেন রাশিয়া আবারও যুদ্ধ শুরু করতে না পারে। যুক্তরাষ্ট্র এই মিশন পরিচালনা বা তদারকিতে কোনো সেনা পাঠাবে না এবং অর্থায়নও করবে না।

ট্রাম্পের এক সহকারী জানিয়েছেন, 'আমরা প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা দিতে পারি, তবে বন্দুকের নল থাকবে ইউরোপিয়ানদের হাতে। আমরা মার্কিন পুরুষ ও নারীদের ইউক্রেনে শান্তি রক্ষায় পাঠাচ্ছি না। আর আমরা এর জন্য অর্থও ব্যয় করছি না বরং পোল্যান্ড, জার্মানি, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সকে এই দায়িত্ব নিতে বলা হবে।'

পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা:

০১. বাইডেনের পদক্ষেপ:

প্রায় তিন বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ যেন হঠাৎ করে আরও বিধ্বংসী রূপ নেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিদায়বেলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একটি সিদ্ধান্ত যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছে। বাইডেন সরাসরি দূরপাল্লার মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে রাশিয়ায় হামলা করতে ইউক্রেনকে সবুজ সংকেত দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা না যেতেই এ ধরনের হামলা করে বসেছে কিয়েভ।

০২. মস্কোর প্রতিক্রিয়া:

মস্কো বলেছে, বাইডেন প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি বেড়ে গেল। কারণ এটা এখন আর ইউক্রেনের হামলা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের হামলা বলে বিবেচনা করা হবে। এর পরপরই ইউক্রেনে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, যা নিয়ে পরমাণু যুদ্ধের বড় ধরনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

০৩. পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত পুতিনের:

০৪. ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত এক বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। পশ্চিমা বিশ্ব এবং ইউক্রেনকে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে, ১৯ নভেম্বর এক ডিক্রিতে স্বাক্ষর করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। ডিক্রিতে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। মার্কিন সরকার ইউক্রেনকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে আঘাত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়ার পরে এবং রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ১০০০তম দিনে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন পুতিন।

প্রথমবারের মতো রাশিয়া এমন একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার ঘোষণা করেছে যেটি শুধু প্রচলিত অস্ত্রের অধিকারী, তবে সেটিকে একটি পারমাণবিক শক্তি সমর্থন করে। এমন নীতি গ্রহণের সময় রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিবেচনায় পাঁচটি প্রধান পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের তিনটি; যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কথা ছিল বলে ধারণা করা হয়, যারা ইউক্রেনকে সমর্থ করে।

০৫. বেলারুশে ট্যাকটিকাল পরমাণু অস্ত্র মোতায়েন:

প্রেসিডেন্ট পুতিন নিজে কদিন আগে নিশ্চিত করেছেন যে, রাশিয়া বেলারুশে ট্যাকটিকাল পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন শুরু করেছে, এবং প্রথম চালান সেদেশে পৌঁছে গেছে। পুতিন বলেন যারা **"আমাদের কৌশলগত পরাজয়ের জন্য উন্মুখ"** তাদের হুঁশ ফেরাতে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

০৬. প্রথমবারের মতো আন্তঃমহাদেশীয় মিসাইল:

ইউক্রেনকে লক্ষ্য করে প্রথমবারের মতো আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) ছুড়েছে রাশিয়া। ২১ নভেম্বর ভোরে ইউক্রেনের দিনিপ্রো শহর লক্ষ্য করে মিসাইলটি ছোড়া হয়েছে বলে দাবি করেছে ইউক্রেন। ইউক্রেনীয় বিমান বাহিনী জানিয়েছে, মিসাইলটি ছোড়া হয়েছে রাশিয়ার আসট্রাখান থেকে। ভোলোগোরোদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এই অঞ্চলটি কাস্পিয়ান সাগরের পাশে অবস্থিত।

০৭. ভ্রাম্যমাণ আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ করছে রাশিয়া:

রাশিয়া পারমাণবিক বোমা হামলার শকওয়েভ ও তেজস্ক্রিয়তাসহ নানা ধরনের হুমকি থেকে রক্ষা পেতে ভ্রাম্যমাণ আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। দেশটির জরুরি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, KIB-M নামের এসব আশ্রয়কেন্দ্র পারমাণবিক বোমা হামলা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয় থেকে ৪৮ ঘণ্টার জন্য সুরক্ষা দিতে পারে। বিস্ফোরণ ও প্রচলিত অস্ত্রের আঘাত, ভবনের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য ও অগ্নিকাণ্ডের প্রভাবসহ এ রকম নানা দুর্ঘটনা এবং বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবে এই ভ্রাম্যমাণ আশ্রয়কেন্দ্র।

পারমাণবিক যুদ্ধ শুরুর সম্ভাবনা নেই যেসব কারণে

০১. পারস্পারিক ধ্বংস নিশ্চিতকরণ (MAD) পলিসির বাস্তবতা:

পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো পরস্পরের ধ্বংস মেনে নিয়ে পরমাণু যুদ্ধে অংশ নিয়ে থাকে। তাই পরমাণু শক্তিধর পক্ষসমূহ পরমাণু যুদ্ধের হুমকী প্রদান করলেও যুদ্ধে অংশ নেয় না।

০২. পুতিনের ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা:

কৃতপক্ষে পুতিন যদি একটা যুদ্ধ শুরু করে তা জিততে না পারেন এবং রুশ বাহিনীকে যদি ইউক্রেন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়, তাহলে রাশিয়ার ভেতরে গণ-অসন্তোষ এবং ক্রেমলিনের ভেতরে দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। তখন রাশিয়া আর পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অবস্থায় থাকবে না।

০৩. পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় কোন দেশই:

বেশিরভাগ বিশ্লেষকের মতে, যুদ্ধের উত্তাপ বাড়লেও তা পারমাণবিক যুদ্ধ তথা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে গড়ানোর কোনো ঝুঁকি নেই। কারণ সার্বিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া কোনো পক্ষই এ ধরনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। প্রায় তিন বছর ধরে চলা এ যুদ্ধ ও পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামরিক অবস্থা এখন আর আগের মতো নেই। অন্যদিকে গাজায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে অনেক বেশি চাপে আছে যুক্তরাষ্ট্র। মোট কথা, গত তিন বছর ধরে যুদ্ধের মধ্য দিয়েই যাচ্ছে বিশ্ব। একের পর এক যুদ্ধের কারণে দেশে দেশে মূল্যস্ফীতিতে নাকাল সাধারণ মানুষ। প্রায় প্রতিদিনই যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে বিশ্বের কোথাও না কোথাও বিক্ষোভ হচ্ছে। এ অবস্থায় বড় ধরনের ঝুঁকি কোনো পক্ষই নিতে চাইবে না বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। আর পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে তা শুধু ইউরোপ-আমেরিকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; কোনো মহাদেশই বাদ যাবে না। তাই অন্তত একটি কারণে এ যুদ্ধের আশঙ্কা খুবই কম।

০৪. রাশিয়ার অতীতে দেয়া হুমকি:

রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি কয়েকবারই দিয়েছে কিন্তু তেমন কিছু করেনি, ফলে পশ্চিমা নেতারা সম্ভবত একে তেমন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছেন না।

০৫. পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা:

প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে এবং কোথায় পুতিন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। নিশ্চয় তিনি যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপে বোমা ফেলবেন না, যেটা তাঁর জন্যই আত্মঘাতী হবে। তবে হয়তো তিনি ইউক্রেন আক্রমণ করতেন পারেন। সে ক্ষেত্রেও তাঁকে এমন একটি জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, যাতে রাশিয়ার সৈন্য আক্রান্ত না হয় বা মারা না যায় এবং ব্যাপক সংখ্যায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সে জন্য তিনি হামলার স্থান হিসেবে পশ্চিম ইউক্রেনকে বেছে নিতে পারেন, যা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে। কিন্তু সেখানে পারমাণবিক হামলা করলেও অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে। এটা যেমন বিশ্ব সম্প্রদায়কে হতবাক করতে পারে, তেমনি ন্যাটোর প্রতিশোধস্পৃহাকেও উস্কে দিতে পারে।

০৬. পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে ব্যর্থ হবার আশঙ্কা:

০৭. ধরা যাক, পারমাণবিক শক্তিধর একটি দেশ অন্য একটি দেশের ওপর পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করল। এ বোমাগুলো তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ নেই। বোঝা মুশকিল সেটা কতটা কার্যকর। সব বোমাই হয়তো ফর্মুলা অনুযায়ী কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে অথবা ভূগর্ভস্থ কোনো বিশেষ এলাকায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। যেটা পরীক্ষা করা হয়েছে, সেটা তো গেছেই। আর সেই আদলে যে বোমাগুলো বানানো হয়েছে, ওগুলো গুদামে আছে। তাই একটা সন্দেহ থাকবেই, যদি সেটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে বিস্ফোরিত না হয়? তাহলে তো পরমুহূর্তে তার দেশের ওপর ওরা পারমাণবিক বোমা ছুড়বে। তাই কোনো ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। যদি পারমাণবিক বোমা মারতেই হয়, তাহলে একের পর এক পাঁচ-সাত-দশটা ছুড়তেই থাকবে। আর একই সঙ্গে প্রতিপক্ষের মিত্রদের ওপরও পারমাণবিক হামলা চালাতে হবে। ওদিকে অন্যপক্ষও বসে থাকবে না। ওরাও একই পদ্ধতিতে পারমাণবিক হামলা চালাতে থাকবে। ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারা বিশ্ব পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো এসব জানে। তাই শেষ পর্যন্ত ওরা কেউই পারমাণবিক যুদ্ধে যেতে চাইবে না। কারণ, সবাই বোঝে আরেকটা পারমাণবিক যুদ্ধে কেউ জিতবে না, সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই হয়তো বিবদমান পক্ষগুলো কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে এ ধরনের সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাবে।

০৮. বিশেষজ্ঞদের মতামত:

এমআইটি অধ্যাপক ও পরমাণু বিশেষজ্ঞ ভিপিন নারাং বলেছেন,

'তিনি যে পরিসরেই এটি তৈরি করার চেষ্টা করুন না কেন, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়, যে কোনও পরিমাপে একটি অ-কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের বিষয়ে পুতিনের সিদ্ধান্ত এখনও গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হবে, যেমনটি প্রেসিডেন্ট বাইডেন বারবার উল্লেখ করেছেন।'

সমর-বিশেষজ্ঞ এবং কুয়ালালামপুরের মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদ আলি বলেছেন, রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি কয়েকবারই দিয়েছে কিন্তু তেমন কিছু করেনি, ফলে পশ্চিমা নেতারা সম্ভবত একে তেমন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছেন না।